Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 14, 1430 Bangla, February 27, 2024, Tuesday, No. 58, 54th year

H I G H L I G H T S

AL GS Obaidul Quader says, If BNP makes same mistake in the upazila election as it did by not coming to the national election, it will have to pay political price.
(VOA: 7, R. Tehran: 9, Today : 11)

Foreign minister D. Hasan Mahmud says, AL formed government in 2008 election by landslide victory-Adds, at that time, BNP had conspired and caused BDR rebellion.
(Jago FM: 12, R. Today : 11)

Loud mortar shells, sounds of gunfire have been heard again since Monday morning from Myanmar on Cox's Bazar-Teknaf border across the Naf river. (R. Today : 12)

BNP SG Mirza Fakhrul Islam Alamgir comments, Awami League has become more reckless and authoritarian since the 12th National Assembly elections. (Jago FM : 15)

Two city corporations of Dhaka do not have any special activities for mosquito control, though Aedes and Culex mosquitoes are spreading. People are suffering. (Jago FM : 13-14)

US Embassy to Dhaka says, USA is 'ready' to help Bangladesh create a business environment that will attract more investment from their country. (VOA: 7)

DB has arrested 23 people, including two Ansar members on allegation of issuing fake passports to 143 Rohingya citizens in last three months. (R. Today : 12)

After prohibition of disclosure of gender identity, Doctors calls for clarification of the law so that patient's relatives do not want to know the gender identity of the child in the mother's womb.
(BBC: 3)

Numerous guide books, pirated books and books without ISBN numbers are being sold at various stalls in violation of book fair regulations. Although show cause letters were given to the publications but the fair authorities could not take any action. (Jago FM : 15)

Islami University, Khustia campus Chhatra League has allegedly beat a student of marketing department over sitting on a bus. (VOA: 7)

HC has issued an interim order suspending granting and renewal of licenses for the use of elephants for recreational and commercial purposes in BD. (BBC: 4-5)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048** **Assistant News Controller: 44813047**
44813179 **44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৪, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং- ৫৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে না এসে যে ভুল করেছে উপজেলা নির্বাচনেও যদি একই ভুল করে, তা তাদের জন্য রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে। (রে. তেহরান : ৯, ভোয়া : ৭, রে. টুডে : ২০)

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনে জনগণের বিপুল রায় নিয়ে বিপুলসংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। তখন বিএনপি ষড়যন্ত্র করে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (জাগো এফএম : ১২, রে. টুডে : ১১)

কক্সবাজার-টেকনাফ সীমান্তে নাফ নদীর ওপারে মিয়ানমার থেকে ফের গোলাগুলি শব্দ ভেসে আসছে। সোমবার সকাল থেকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে টানা মর্টারসেল ও গোলাগুলির বিকট শব্দ শোনা গেছে। (রে. টুডে : ১২)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী আরো বেশি বেপরোয়া ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। (জাগো এফএম : ১৫)

চলতি বছরের শুরুতেই চোখ রাঙাচ্ছে এডিস মশা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কিউলেক্স মশার উপদ্রব। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ জনজীবন। কিন্তু মশা নিধনে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। (জাগো এফএম : ১৩-১৪)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে, এমন একটি ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র 'প্রস্তুত' রয়েছে; জানায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। (ভোয়া: ৭)

দেশের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে ১৪৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে ভুয়া পাসপোর্ট করে দেওয়া শক্তিশালী চক্রের সদস্য, রোহিঙ্গার নাগরিক এবং দুজন আনসার সদস্য সহ ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ। (রে. টুডে : ১২)

গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ বন্ধ - হাইকোর্টের এ রায়ে রোগীর স্বজনরা যাতে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় না জানতে চায় আইনে সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করার আহ্বান জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এক্ষেত্রে যথাযথ শাস্তি ও তা প্রয়োগের বিষয়টিতেও নজরদারি করা উচিত বলে মনে করছেন তারা। (বিবিসি : ৩)

বইমেলা বিষয়ক নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে অসংখ্য গাইড বই, পাইরেটে বই, আইএসবিএন নম্বর নেই এমন বইও বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন স্টলে। এসব নিয়ম-নীতি ভঙ্গের জন্য প্রকাশনীগুলোকে শোকজের চিঠি দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি মেলা কর্তৃপক্ষ। (জাগো এফএম : ১৫)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। বাসের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে বলে জানান অভিযোগকারী শিক্ষার্থী। (ভোয়া : ৭)

বাংলাদেশে বিনোদন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হাতি ব্যবহারের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত করার অন্তর্বর্তীকালীন একটি আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রাণি অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টের এই আদেশকে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রাণি অধিকারকর্মীরা। (বিবিসি: ৪-৫)

বিবিসি

গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ বন্ধ - হাইকোর্টের রায় যে প্রভাব ফেলবে

সাধারণত সন্তান জন্মের আগে শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে, তা জানতে বেশ উদ্বেগ নিয়েই বাংলাদেশে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে অনেক পরিবার। লিঙ্গ পরিচয় জানতে অনেক সময় চিকিৎসকদের চাপও দেয় রোগীর স্বজনরা। অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভের সন্তান মেয়ে জানার পর গর্ভবতী মায়ের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের উদাহরণও রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রোববারই রায় দিয়েছে বাংলাদেশের হাইকোর্ট। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ রায়ের প্রভাব কী হবে ? স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর প্রয়োগই বা কীভাবে করবে ? কারণ চিকিৎসকরা বলছেন, গর্ভবতী মায়ের পরিবার থেকে যে চাপ দেওয়া হয় তার ফলে চিকিৎসকরা বাধ্য হয়ে শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করেন। ফলে এই রায়টিকে যুগান্তকারী বলে মনে করছেন বাংলাদেশের চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলছেন, এ রায়ের ফলে চিকিৎসকদের বিষয়টি না বলার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি হল। আবার রোগীর স্বজনরাও যাতে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় না জানতে চায় আইনে সে বিষয়টিও সুস্পষ্ট করার আহ্বান জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এক্ষেত্রে যথাযথ শাস্তি ও তা প্রয়োগের বিষয়টিতেও নজরদারি করা উচিত বলে মনে করছেন তারা। আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, রায় পাওয়ার পরই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কোড অব এথিকস অনুযায়ী, রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে পারে না। কেউ যদি তা ভঙ্গ করে তবে লাইসেন্স বাতিল, জরিমানা-সহ নানা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এই বিধানে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায় বলে অভিযোগ করছেন চিকিৎসকরা। তাদের অভিযোগ, অনেক সময় চিকিৎসক ছাড়াও প্যারামেডিক, নার্সরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করছে। তারা হুট করেই রোগীর স্বজনদের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে জানায়। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল আল্ট্রাসনোগ্রাম করার নজিরও রয়েছে। ফলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তার প্রভাব বেশ সুদূরপ্রসারী বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। কারণ এ রায়ের ফলে প্যারামেডিক বা নার্সরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে পারবে না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল বিভাগের পরিচালক ডা. আবু হুসাইন মো. মইনুল আহসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আইনানুযায়ী প্যারামেডিক বা নার্সরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করছে, এমন কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সাথে সাথেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের অধ্যাপক রেজাউল করিম কাজল এ রায়টিকে বেশ ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, " এখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিএমডিসির আইন অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিতের ব্যবস্থাও করতে হবে। আর বিএমডিসির বাইরে যেসব প্যারামেডিকরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করবে তাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী শাস্তির আওতায় আনতে পারবে। ফলে আইনটিতে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এ রায়ের ফলে মাতৃগর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ না করতে চিকিৎসকদের এখন আইনি হাতিয়ার তৈরি হল। স্বজনদের চাপ থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন। তবে, রোগীর স্বজনরাও যাতে লিঙ্গ পরিচয় জানতে না চান সে বিষয়টিও আইনে সন্নিবেশিত করতে হবে", বলেন মি. করিম। "কারণ অনেক সময় দেখা যায়, লিঙ্গ পরিচয় বলা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। একজন চিকিৎসক না বললেও রোগীর স্বজনদের চাপে আরেকজন চিকিৎসক বলেন। ফলে রোগীর পরিবার বিষয়টি যাতে জানতে চাইতে না পারে সে বিষয়টি আইনে থাকতে হবে।" চিকিৎসকরা বলছেন, এ রায়টি একদিকে যেমন রোগীর উপর প্রভাব ফেলবে তেমনি চিকিৎসকদের জন্যও গুরুত্ব বহন করবে। নারীর গর্ভকালীন সময়ে চার বা পাঁচ মাসে একটি আল্ট্রাসনোগ্রাম করানো হয়। যাতে শিশুর সকল অঙ্গ স্বাভাবিক রয়েছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, এ রায়ের ফলে তাতে কোনও প্রভাব পড়বে না। কারণ সাধারণত কোনও ধরনের অস্বাভাবিকতা থাকলে শুধু সে ক্ষেত্রেই তা গর্ভবতী মা বা তার স্বজনদের জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের ২০১৯ সালে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ২৮ শতাংশ মহিলা প্রথম সন্তান হিসেবে ছেলে চায়। যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, লিঙ্গ ভিত্তিক পছন্দে ছেলে সন্তান হোক, তা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই 'জেন্ডার বেইজড সেক্স সিলেকশন' নারীর মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। অসম শ্রেণির সম্পর্ক, পিতৃতন্ত্র, যৌতুক প্রথা, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, নারীর উপর চাপ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ঐতিহ্যগত লিঙ্গ ভূমিকাও বাংলাদেশের মানুষকে ছেলে কামনা করতে বাধ্য করে। একই সাথে মেয়ে শিশুর মূল্যকে ক্ষুণ্ন করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার কারণও ছেলে পছন্দ করার জন্য হয়।

২০১৯ সালের এই গবেষণায় প্রকাশ করা হয়, গর্ভবতী নারীরা অপমান, যত্নের অভাব, অতিরিক্ত চাপ এমনকি শারীরিক সহিংসতা-সহ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হন। ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর নিরাপত্তায় এ রায় খুব ভালো কাজ করবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল বিভাগের পরিচালক ডা. আবু হুসাইন মো. মইনুল আহসান। মি. আহসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "অনেক সময় মা যদি আগে জেনে যায় গর্ভের সন্তানটি মেয়ে, সে ক্ষেত্রে কখনো কখনো সে সামাজিক বিড়ম্বনার শিকার হয়। ছেলে শিশুকে এখনো বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই গর্ভকালীন মায়ের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান রক্ষা ও তাকে যাতে কোনও প্রকার হয়রানি করা না হয় তাই এ রায় বাস্তবায়ন করা জরুরি।" এ রায়টি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে জানতে

চাইলে মি. আহসান জানান, "আদালত রায়ে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হবে সেভাবেই অধিদপ্তর রায় বাস্তবায়ন করবে। যদি রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনও নির্দেশনা না থাকে, তবে বিজ্ঞপ্তি বা সার্কুলার দিয়ে আলট্রাসনোলজিস্টদের আদালতের রায়ের বিষয়ে জানানো হবে। একই সাথে আল্ট্রাসনো কক্ষের সামনে রোগীর স্বজনদের জন্যও নির্দেশনা লেখা থাকবে। যাতে বলা হবে, পরিচয় জানার জন্য কোনও প্রশ্ন করা যাবে না।" একই সাথে গর্ভবতী মাদেরকেও সচেতন করে তোলার জন্য চেষ্টা করা হবে বলে জানান মি. আহসান। তবে মি. আহসানের মতে, মেয়ে শিশু নিয়ে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর মনোভাব এখনও 'ততটা বিপদজনক নয়'। বাংলাদেশে প্রতিবেশী কোনও কোনও দেশের মতো এখনও মেয়ে শিশুর জন্য ততটা বিপদজনক পরিস্থিতি না হলেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের যে নজির রয়েছে তাতে এই রায় বেশ যুগান্তকারী বলে মনে করছেন চিকিৎসকরাও। চিকিৎসকরা বলছেন, গর্ভধারণকালীন সময়ে মা যাতে ভায়োলেন্সের শিকার না হয় তাই এ রায়ের প্রচার খুব জরুরি। অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলোজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের (ওজিএসবি) প্রেসিডেন্ট ডা. রওশন আরা বেগম বলেন, "এ রায়ের ফলে গর্ভবতী মায়ের স্বজনদের তার প্রতি আচরণ পরিবর্তন হবে। কারণ আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে তারা রোগীর প্রতি নেতিবাচক আচরণ পরিহার করবে। একইসাথে চিকিৎসকরাও রোগীর স্বজনদের চাপমুক্ত থাকবে।"

চিকিৎসকরা বলছেন, সঠিকভাবে যদি রায়টি বাস্তবায়ন করা যায়, তবে রোগীর স্বজনরা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় জানলেও গর্ভকালীন নয় মাস তার প্রতি কোনও ধরনের অন্যায় আচরণ করবে না। ভারতে রোগীর স্বজনরা যাতে মাতৃগর্ভে শিশুর লিঙ্গ পরিচয় না জানতে চায় সে বিষয়ে আইন এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এটির উদাহরণ টেনে বিএসএমএমইউএর অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, "এক্ষেত্রে শুধু আইনে থাকলেই হবেনা, ক্লিনিকগুলোর পলিসিতেও লিঙ্গ পরিচয় না জানানোর বিষয়টি থাকতে হবে"। ফলে রায় বাস্তবায়নকারী সংস্থার এক্ষেত্রে সার্বিক তদারকি ও নজরদারি জরুরি বলে মনে করছেন তিনি। এর আগে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বেসরকারি চাকুরীজীবী নারী বিবিসি বাংলাকে নিজের গর্ভকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি জানান, ২০২০ সালে দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভধারণ করেছিলেন তিনি। তার স্বামী বাংলাদেশের একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, যিনি র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত। "পাঁচ মাসের গর্ভকালীন সময়ে স্বামীর সাথে আমি ঢাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে যাই। তখন আমার স্বামী বার বার ডাক্তারের কাছে জানতে চায় ছেলে হবে নাকি মেয়ে। কারণ ছেলে হলে ঐ সন্তান রাখবেন নতুবা গর্ভপাত করাবেন।" ঐ ভুক্তভোগী জানান, যখন তাকে বলা হল গর্ভের সন্তান মেয়ে তখন তার স্বামী তাকে জানায় মেয়ে বাচ্চা রাখা যাবে না, নষ্ট করে ফেলতে হবে। এমনকি আল্ট্রাসনোগ্রামের পর বাসায় এসে গর্ভপাত করাতে মানসিক অত্যাচার করা হয়। এক পর্যায়ে শারীরিকভাবেও আঘাত করা হয়। পরে পুলিশের সহায়তায় রক্ষা পান তিনি। আদালতের দ্বারস্থ হন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় নিষিদ্ধ করার জন্য প্রথমে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান এই আইনজীবী। পরে রিট করেন তিনি। যার শুনানি শেষে ২০২০ সালে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রুল জারি করে গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্ত রোধে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়। চার বছর ধরে সেই শুনানি চলছিল। এর মাঝেই গত ২৯শে জানুয়ারি গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্ত রোধে একটি নীতিমালা তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। রোববারের রায়ে হাইকোর্ট গর্ভের শিশুর পরীক্ষার রিপোর্টের ডেটাবেজ সংরক্ষণ করতেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০২.২০২৪ রিহাব)

বাংলাদেশে যে সব কারণে হাতির লাইসেন্স বন্ধ করে দিল আদালত

বাংলাদেশে বিনোদন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হাতি ব্যবহারের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত করার অন্তবর্তীকালীন একটি আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে রোববার এই আদেশ দেওয়া হয়। এর ফলে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন করে কেউ হাতি পালনের লাইসেন্স নিতে পারবেন না। এছাড়া যাদের কাছে ইতোমধ্যেই লাইসেন্স রয়েছে, তারা সেটি নবায়ন করতে পারবেন না বলেও বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন রিটকারীর আইনজীবী সাকিব মাহবুব। বাংলাদেশে যে ধরনের হাতি পাওয়া যায়, গবেষকদের কাছে সেটি 'এশীয় হাতি' নামেই বেশি পরিচিত। ভারত ও নেপালেও এই প্রজাতির কিছু হাতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। গত কয়েক দশকে আশঙ্কাজনক হারে সংখ্যা কমে যাওয়ায় হাতির এই প্রজাতিকে 'বিপন্নপ্রায় প্রাণি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে পরিবেশবাদী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)। তারা বলছে, বাংলাদেশে সব মিলিয়ে আড়াইশোর কিছু বেশি এই হাতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯০টিরও বেশি হাতি রয়েছে বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে। বন বিভাগের দেওয়া লাইসেন্সের অপব্যবহার করেই সার্কাস, ভ্রমণ, অর্থ উত্তোলন-সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রায়ই এসব হাতিকে কাজে লাগাতে দেখা যায়। গত বছর রেল লাইনের ধারে টাকা তোলার সময় ট্রেনের ধাক্কা লেগে গাজীপুরে একটি হাতি মারা যায়। এরকম বিভিন্ন ঘটনায় আগেও অনেক হাতি মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসব কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণের নামে হাতিদের নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি এগুলো করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হাতি মারাও যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিনোদন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই হাতি পালন বন্ধে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি আদালতে রিট আবেদন করেন অভিনেত্রী জয়া আহসান এবং প্রাণি অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'পিপল ফর অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'। সেই আবেদনের প্রথমিক শুনানি শেষে রোববার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ

অন্তবর্তীকালীন ঐ আদেশ প্রদান করেন। প্রাণি অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টের এই আদেশকে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রাণি অধিকারকর্মীরা। এর ফলে প্রশিক্ষণের নামে হাতির উপর চালানো নিষ্ঠুরতা বন্ধ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রিটের অন্যতম আবেদনকারী অভিনেত্রী জয়া আহসান। কিন্তু এই আদেশের ফলে আর কী কী পরিবর্তন আসবে ? এটি কার্যকরই বা করা হবে কীভাবে? প্রাথমিক শুনানির পর ঘোষিত হাইকোর্টের অন্তবর্তীকালীন আদেশে কেবল বিনোদন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হাতি পালনের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন রিটকারীর আইনজীবী সাকিব মাহবুব। এছাড়া প্রশিক্ষণের নামে হাতির ওপর নির্যাতন ও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সেটিও রুলে জানতে চাওয়া হয়েছে বলেন জানান মি. মাহবুব।

বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই রুলের জবাব দিতে হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মি. মাহবুব। তবে ঠিক কত দিনের মধ্যে রুলের জাবাব দিতে হবে, সে সব বিষয়ে আদালতের পক্ষ থেকে এখনও বিস্তারিত কোনও নির্দেশনা দেওয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া কারা কীভাবে আদেশটি কার্যকর করবে, আদেশ না মানলে কী শাস্তি দেওয়া হবে এবং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হাতি কার কাছে হস্তান্তর করতে হবে, সে সব বিষয়ও ঠিক পরিষ্কার নয়। "আদেশটি মাত্রই ঘোষণা করা হল। ফলে আশা করছি, শিগগিরই এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মাহবুব। যেহেতু এটি একটি অন্তবর্তীকালীন আদেশ, কাজেই এ বিষয়ে সামনে আরও শুনানিও অনুষ্ঠিত হবে। "আমরা প্রাথমিক ধাপ শেষ করেছি, মূল শুনানি এখনও বাকি রয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি অনুষ্ঠিত হবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মাহবুব। ঐ শুনানি শেষেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হবে। "কিন্তু যতদিন না সেই আদেশ ঘোষণা করা হচ্ছে, ততদিন অন্তবর্তীকালীন আদেশটিই মেনে চলতে হবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন আইনজীবী সাকিব মাহবুব। এ ধরনের আদেশ ঘোষণার মাস তিনেকের মধ্যেই সাধারণত আরেকটি আদেশ দেওয়া হয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা-সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই ব্যক্তি পর্যায়ে হাতি পালন করার চল রয়েছে। হাতির প্রশিক্ষণে ওই সব দেশেও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ বিভিন্ন সময় শোনা গেছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা বন্ধে বাংলাদেশেই প্রথম আদালত থেকে কোন নির্দেশনা দেওয়া হলো বলে জানিয়েছে 'পিপল ফর অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'। বাংলাদেশে ২০১৭ সাল থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে হাতি পালনের লাইসেন্স দিয়ে আসছে বন বিভাগ। মূলত 'হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা ২০১৭' অনুযায়ী এই লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী, ২০ হাজার টাকা লাইসেন্স ফি দিয়ে এবং কিছু শর্ত পূরণ করে এতদিন যে কেউ হাতি পালনের লাইসেন্স নিতে পারত। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতি রাখার নির্দিষ্ট জায়গা থাকা, বিচরণ করানোর মতো পর্যাপ্ত চারণভূমি, হাতিকে খাওয়ানো ও রোগের চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকা ইত্যাদি। সাধারণত প্রতিটি হাতির বিপরীতে আলাদা লাইসেন্স নেওয়া হয়। সক্ষমতা থাকলে একজন ব্যক্তি একাধিক হাতির লাইসেন্স নিতে পারেন। সাধারণত শখে পোষার জন্য হাতি লাইসেন্স দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল। তবে বিনোদন-সহ অন্যান্য অনেক কাজেই সে সব হাতি ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'এমনকি একজনের নামে লাইসেন্স নিয়ে আরেক জনের কাছে হাতি ইজারা দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনাও আমরা পেয়েছি", বিবিসিকে বলেন রিটকারীর আইনজীবী সাকিব মাহবুব। কিন্তু হাই কোর্টের আদেশের পর সেই সুযোগ আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। "আদালত যে আদেশ দিয়েছে, সেটি আমরা অবশ্যই মেনে চলবো", বিবিসি বাংলাকে বলেন বন বিভাগের বন সংরক্ষণ কর্মকর্তা ইমরান আহমেদ। তবে তারা এখন বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। বাংলাদেশে হাতি সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে বন বিভাগ। সে হিসেবে, পোষা হাতি গুলো ফিরিয়ে নেওয়া হলে সরকারের এই বিভাগই সেগুলোর দেখভালের দায়িত্ব পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরেই অনেক পরিবার হাতি পালনের সাথে যুক্ত রয়েছে। "মূলত তাদেরকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যই ২০১৭ সাল থেকে আমরা লাইসেন্স দেওয়া শুরু করি", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আহমেদ। গত ছয় বছরে মোট ৩৩টি হাতির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। বাকি প্রায় ৭০টি হাতি লাইসেন্স ছাড়াই পোষা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ। "তাদের কাছে আগে থেকেই হাতি ছিল। ২০১৭ সালের পর থেকে আমরা বুঝিয়ে সবাইকে লাইসেন্সের আওতায় আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি,"জানান মি. আহমেদ। "তাছাড়া হাতি দেখভালের মতো পর্যাপ্ত জনবল ও বাজেটও আমাদের নেই", বলেন তিনি। মূলত এসব কারণেই ব্যক্তি পর্যায়েই হাতি পালনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ। ২০১৭ সালের আগে হাতি পালনের জন্য কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন হতো না। এরপর ২০১২ সালের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ক্ষমতায় লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু ২০১৯ সালের প্রাণিকল্যাণ আইনে প্রাণির ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন বন্ধের কথা বলা হয়েছে। "প্রধানত সেই কারণে হাতি পালনে লাইসেন্স দেওয়া বন্ধে নির্দেশনা চেয়ে রিটটি করা হয় এবং আদালত সেটি আমলে নিয়েই আদেশটি দিয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন রিটকারীর পক্ষের আইনজীবী সাকিব মাহবুব। হাই কোর্টের আদেশের ফলে আপাতত ব্যক্তি পর্যায়ে আর কেউ হাতি পোষার লাইসেন্স পাবেন না। যাদের কাছে ইতিমধ্যেই লাইসেন্স রয়েছে, তারাও সেটি নবায়ন করতে

পারবেন না। তবে যারা এখন সার্কাস-সহ অন্যান্য কাজে হাতির ব্যবহার করছেন, সেটির বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তী শুনানির পর চূড়ান্ত রায়ে আদেশ বহাল রাখা হলে হাতি দিয়ে আগামীতে কোনও বিনোদন বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালানো যাবে না বলে জানিয়েছেন আইনজীবী সাকিব মাহবুব। ফলে সার্কাসে তখন হাতির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রাস্তায় টাকা তোলা-সহ অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজে যারা এতদিন হাতির ব্যবহার করতেন, আদেশ বহাল থাকলে আগামীতে তারাও হয়তো সেটি আর করতে পারবেন না।

ব্যক্তি পর্যায়ের বাইরে বাংলাদেশে সরকারি কিছু চিড়িয়াখানাতেও হাতি রাখা হয়েছে। সেখানেও হাতির খেলা বন্ধ রাখতে হতে পারে। "এক্ষেত্রে বন বিভাগ হয়তো ঐসব হাতির দায়িত্ব পেতে পারে। তবে বিস্তারিত নির্দেশনা পেলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে" বিবিসি বাংলাকে বলেন আইনজীবী সাকিব মাহবুব। বিনোদন বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ছোট বয়স থেকেই হাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন মালিক বা মাহুতরা। অভিযোগ রয়েছে যে, সে সময় হাতির বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বশে আনতে বাচ্চাকে মারধরও করা হয়। "প্রশিক্ষণের নামে ওদের সাথে যা করা হয়, সেটি রীতিমত ভয়ঙ্কর ব্যাপার", বিবিসি বাংলাকে বলেন প্রাণী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'পিপল ফর অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রধান রাকিবুল হক এমিল। "হাইকোর্টের এই আদেশ একটি মাইলফলক। এর ফলে হাতির উপর এতদিন যে নিষ্ঠুরতা চালানো হচ্ছিল, সেটি বন্ধ হবে বলে আশা করি" বলেন তিনি। এদিকে, অসুস্থ, দলছুট ও মালিকবিহীন হাতির দেখভালের জন্য নেপাল-সহ বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারিভাবে হাতি পরিচর্যা কেন্দ্র বানানো হয়েছে। বাংলাদেশেও সেই ধরনের দু'টি পরিচর্যা কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে জো বাইডেন, শেখ হাসিনাকে চিঠি লিখেছিলেন। শেখ হাসিনার এই চিঠি বাইডেনের চিঠির জবাব। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়ার জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচার কাছে চিঠির একটি অনুলিপি হস্তান্তর করেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান চিঠির মূল কপি হোয়াইট হাউসের কাছে হস্তান্তর করবেন। রোববার (২৫ ফেব্রয়ারি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তঃসংস্থা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পরিচালক আইলিন লাউবাচার। ইউএসএআইডির এশিয়া বিষয়ক সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার, পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার এবং ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সিডিএ হেলেন লাফভ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরো গভীর করার জন্য নতুন পথ অন্বেষণকে কেন্দ্র করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দেন। বাইডেন একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাওয়া বিষয়ে চিঠিতে বাইডেন বলেছেন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য; মানবিক সহায়তা, বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য একসঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখতে তার প্রশাসনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জানাতে চান। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, "সমস্যা সমাধানে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ ও সফল ইতিহাস রয়েছে এবং আমাদের শক্তিশালী মানুষে-মানুষে বন্ধন এই সম্পর্কের ভিত্তি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র

আগামী ৫০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে 'অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বাড়াতে' বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র। একথা জানিয়েছেন ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিগুলো কীভাবে সহযোগিতা করছে, তা জানতে সফররত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচার; এশিয়া অঞ্চলের ইউএসএআইডির সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার। তারা তিন দিনের সফরে বাংলাদেশ এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্বালানি, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আরো অনেক খাতে ৮০০ কোটি ডলারের বেশি সহায়তা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন অংশীদার। ঢাকার অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস রবিবার (২৫ ফেব্রয়ারি) জানিয়েছে,

যুক্তরাষ্ট্র হলো বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগকারী এবং বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার। দূতাবাস বলেছে, "ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমাদের নেতারা স্থানীয় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।" যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে, এমন একটি ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র 'প্রস্তুত' রয়েছে; জানায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। প্রতিনিধি দলটি ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে আমেরিকান কোম্পানিগুলোর কাছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আরো আকর্ষণীয় করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আবার শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) মার্কেটিং বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। বাসের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে বলে জানান অভিযোগকারী শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি চেয়ে শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এম শাহাদাত হোসেন আজাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী। ভুক্তভোগী আবু জাহেদ, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী। লিখিত অভিযোগে বলা হয়, গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে উঠাকে কেন্দ্র করে জাহেদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী রতন রায় ও রিহাব রেদোয়ানের। তারা ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতের সমর্থক। এ নিয়ে একপর্যায়ে তারা তাকে মারধর করে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে বসে থাকা অবস্থায় রতন ও রিহাব তাকে মারধর করে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে।ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান তিনি। অভিযোগ অস্বীকার করেন রিহাব রেদোয়ান। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত বলেন, "ছাত্রলীগ কারো দায় নেয় না।" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম. শাহাদাত হোসেন আজাদ বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর আগে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের এক নবীন শিক্ষার্থীকে নির্যাতন করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছিলেন, ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের সমর্থক শারীরিক শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুদাসসির খান কাফি ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাগরের নেতৃত্বে একদল ছাত্রলীগ কর্মী তাকে লালন শাহ হলের ১৩৬ নম্বর কক্ষে ডেকে নিয়ে নির্যাতন করে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

বিএনপিকে নির্বাচনে না আসার খেসারত দিতে হবে, বললেন ওবায়দুল কাদের

আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং নির্বাচনে না আসার জন্য অনেকদিন ধরে এর খেসারত দিতে হবে বিএনপিকে। এ কথা বলেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ফেনীর দাগনভূইঞায়, সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।"সমালোচনা যারা করে তারা করবে; দেশেও করবে, বিদেশেও করবে। বিএনপি নির্বাচনে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এখন টের পাবে, তারা রাজনীতিতে নিজেদের কতটা সংকুচিত করেছে;" বলেন ওবায়দুল কাদের। তিনি আরো বলেন, অবাক লাগে, মির্জা ফখরুল জেল থেকে বের হয়ে অসুস্থতার অজুহাতে হাসপাতালে যাননি বরং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল আসার দিনে লাঠিতে ভর দিয়ে নালিশ করতে চলে গেছেন। নালিশ করা বিএনপির রাজনীতির পুরোনো ধারা বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, "তারা জনগণের কাছে নালিশ করার চেয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।" "রাজনীতিতে তারা গলাবাজি করবে। এর জবাব তো আমাদের দিতে হবে;" বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এদিকে, গত শুক্রবার (২৩ ফেব্রয়ারি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, তাদের দলের চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে। তিনি বলেন, "আমরা ক্ষমতার পরিবর্তন চাই এবং বিশ্বাস করি যে এটি অনিবার্যভাবে ঘটবে।" বিএনপির আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে আওয়ামী লীগ কথা বলতে পারে না বলেও উল্লেখ করেন নজরুল ইসলাম খান। এক প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যুগপৎ আন্দোলন করছে। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ তুলেন নজরুল ইসলাম খান এবং সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা যথেষ্ট নয় : সাবের হোসেন চৌধুরী

বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় চলতি অর্থবছরে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তিনি বলেন, "এই বরাদ্ধ পর্যাপ্ত নয়, আরো অর্থায়ন প্রয়োজন।" সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর পরীবাগে, তার বাসভবনে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি জানান, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের অর্থ কীভাবে আনা যায়, তা নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিনিধি

দলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করবে বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ কীভাবে আন্তর্জাতিক অর্থ সহায়তা পাবে তা নিয়ে পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য উপায় অনুসন্ধান, অভিযোজন ও বিরূপ প্রভাব প্রশমনে বাংলাদেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে জাতিসংঘ। "জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অ্যাডভোকেসি, বন্যা মোকাবেলা, কমিউনিটি অ্যাডাপটেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বাংলাদেশের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক;" জানান গোয়েন লুইস। বৈঠকে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং প্লাস্টিক দূষণের মতো গুরুতর পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানায় উভয় পক্ষ। পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরো মজবুত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন লুইস ও সাবের হোসেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

ভাসানচরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় হাসপাতালে আরো এক রোহিঙ্গা শিশুর মৃত্যু

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ চার বছর বয়সী রোহিঙ্গা শিশু মুবাসসারা হাসপাতালে মারা গেছে। সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তাকে নিয়ে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলো দুই রোহিঙ্গা শিশু। এর আগে, গত শনিবার রাসেল (৩) নামে এক রোহিঙ্গা শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরো ৫ জন চিকিৎসাধীন আছন। তারা হলেন; জোবায়দা (২২), রোসমিনা (৫), রবি আলম (৫), আমেনা খাতুন (২৪) ও সোহেল (৫)। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান জানান, ভাসানচরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিদগ্ধ সাত জনকে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। এদের মধ্যে, রাসেল ও মুবাসসারা নামে দুই শিশু মারা গেছে। আরো পাঁচজন বার্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নূরুল আলম আশিক, রোহিঙ্গা শিশু মুবাসসারার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিকে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিকে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনি কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :
স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিকে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। সোমবার সকালে, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনি কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী জানান, চিকিৎসা সেবায় গাফিলতির বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর চিকিৎসকরা কেনো গ্রামে থাকতে চান না, সে বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। রোগীর সুচিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসকের নিরাপত্তার বিষয়েও ভাবতে হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গ্রামে বসেই যেন মানুষ উন্নত চিকিৎসা সেবা পায়, সেজন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার। সামন্ত লাল সেন বলেছেন, তার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেয়া। প্রতিটি হেলথ কমপ্লেক্স বা জেলার হাসপাতালগুলোকে সাবলম্বীভাবে গড়ে তুলতে পারলে গ্রামগঞ্জের কোনো রোগীকেই চিকিৎসা নিতে ঢাকা বা চিটাগাংসহ বড় কোন শহরে আর ভিড় করতে হবে না, (স্বকণ্ঠে) : হাসপাতালের পরিবেশটা ভালো হবে এবং সাধারণ মানুষ তাদের গ্রামে বসেই চিকিৎসা পাবে। কারণ আমি জানি, আমি সারাজীবন হাসপাতালে কাজ করেছি। একটা গরীব মানুষ ঢাকা শহরে আসলে কী বিড়ম্বনা পায় সেটা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না। আমি খুবই এগুলো ভালো করে বুঝি, আমি সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি। আর এটা তো মাত্র শুরু করলাম। এটা তো আমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়, এটা সবাইকে নিয়ে করতে হবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৬.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

উপজেলা নির্বাচনে না এলে বিএনপিকে পালাতে হবে : ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশের সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি যদি উপজেলা নির্বাচনে না আসে তাহলে তাদের রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে না এসে যে ভুল করেছে উপজেলা নির্বাচনেও যদি একই ভুল করে, তা তাদের জন্য রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে। যদি উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি না আসে, ২৮ তারিখ যেভাবে তারা পালিয়ে গেছে আবার তাদের একইভাবে পালাতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন ওবায়দুল কাদের। আজ (সোমবার) বিকেলে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের নিজ বাড়িতে মা বেগম ফজিলাতুন্নেসার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, উপজেলা নির্বাচন সবার জন্য উন্মুক্ত। জাতীয় নির্বাচনে নৌকা ছিল। যারা স্বতন্ত্র

করতে চেয়েছে এলাউ হয়েছে। এবার উপজেলা নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনের থেকে বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করবে বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের। এদিকে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের লক্ষ্যেই বিএনপি আন্দোলন করছে। সোমবার সকালে রাজধানীর পূর্ব জুরাইনে কারাগারে নিহত বিএনপি নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। মঈন খান বলেন, বিএনপি আন্দোলন করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা কাজ করছে না। দেশের অবস্থার পরিবর্তন করতে আন্দোলন বলে জানান তিনি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিলো ডামি ও বানরের পিঠা ভাগাভাগির নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে দেশে একদলীয় শাসন ও অলিখিত বাকশাল কায়েম করেছে আওয়ামী লীগ, (স্বকণ্ঠে) : বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি করে না। আমাদের এই আন্দোলন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়। বাংলাদেশের মানুষ তো রাজপ্রাসাদ চায় না, বাংলাদেশের মানুষ তো লক্ষ-লক্ষ, কোটি টাকা চায় না। আমরা এখানে এসেছি, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান, আপনারা জানেন তিনি তৃণমূলের রাজনীতি করেন। তৃণমূলের প্রতিটি নেতাকর্মী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। আমাদের নেতাকর্মীরা কে, কোথায়, কী অবস্থায় আছে, কোন দুঃখে, আছে কোন কষ্টে আছে সেটা আমরা কোনভাবে লাঘব করতে পারি কি না।
(রে. তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৬.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

বন্যপ্রাণির কে রাখে খবর, কে করে শুমারি

বন্য প্রাণির মধ্যে বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে একমাত্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শুমারি হয় পাঁচ বছর পর পর। সুন্দরবনকেন্দ্রিক হরিণ, বানর ও শুকরসহ ছয় ধরনের প্রাণীর একটি মাত্র জরিপ হয়েছে সম্প্রতি। তবে পাখির শুমারি নিজস্ব উদ্যোগে, সীমিত আকারে করে থাকে বার্ডস ক্লাব। সুন্দরবনের বাঘের শুমারি এখন চলছে। চলতি বছরে ২৯ জুলাই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা জানা যাবে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪। এবারের জরিপ সরকারি অর্থায়নে হচ্ছে। সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের প্রধান ড. আবু নাসের মহসিন হোসেন বলেন, "আশা করছি নতুন জরিপে বাঘের সংখ্যা বাড়বে। আর আমাদের কাছে বাঘের শিকার প্রাণির একটা হিসাব আছে, তার সংখ্যাও বাড়ছে।" প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী বলেন, "আমরা আসলে সুন্দরবনকেন্দ্রিক বন্য প্রাণির জরিপ করি। এর আগে প্রতি পাঁচ বছর পর পর শুধু বাঘই গণনা করা হতো। আমরা সম্প্রতি বাঘ খাদ্যের জন্য যেসব প্রাণীর উপর নির্ভর করে তারও একটি জরিপ শেষ করেছি। এই ধরনের জরিপ এবারই প্রথম।"

বাঘের শিকার প্রাণীর ওপর জরিপের নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। তিনি জানান, যে ছয় ধরনের প্রাণীর ওপর জরিপ তার মধ্যে সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ আছে এক লাখ ৩৬ হাজার, বুনো শুয়োর ৪৭ হাজার ৫০০, মায়া হরিণ ৮০৮, বানর এক লাখ ৫২ হাজার, সজারু ১২ হাজার ২৪২ এবং কালো গুই সাপ আছে ২৫ হাজার। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটসহ অন্যান্য বনাঞ্চলের বন্য প্রাণির কোনো জরিপ নেই। সেটা হওয়া দরকার। সেটা হলে আমরা আমাদের প্রাণি ও জীব বৈচিত্র্যের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবো। পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবো।" বাংলাদেশে হাতির সংখ্যা কত তা নিয়ে সরকারি পর্যায়ে কোনো জরিপ হয়নি। তবে সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)-এর সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশতিয়াক উদ্দিন বলেন, "আইইউসিএন বাংলাদেশের হাতি নিয়ে ২০১৬ সালে একটি জরিপ করেছে। তাতে তারা বাংলাদেশে ২৬৮টি বন্য হাতির কথা জানিয়েছে।" তাদের জরিপে দেখা যায়, ঐ সময়ে পরিব্রাজক (সীমান্ত পার হয়) হাতির গড় সংখ্যা ছিল ৯৩। বন্দি দশায় (পোষা) আছে নিবন্ধিত এমন ৯৬টি হাতি ছিল সে সময়। বাংলাদেশের উচ্চ আদালত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মাসে পোষা হাতির লাইসেন্স নবায়ন স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে। বাংলাদেশে সার্কাস, প্রদর্শনী, চাঁদাবাজির কাজে পোষা হাতির ব্যবহার বন্ধে এক রিটের প্রেক্ষিতে আদালত ঐ নির্দেশ দেন। আইইউসিএনের হিসাবে, বাংলাদেশে ২০১৫ সাল থেকে সাত বছরে মারা গেছে ৬৯টি হাতি। তবে দেশের প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। কেবল ২০২০ সালেই ২২টি ও ২০২১ সালে ১৬টি হাতি মারা পড়েছে মানুষের হাতে। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স গ্রহণ না করে কোনো বাঘ বা হাতি হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে। ২০১৭ সালে আইনটিতে সংস্কার এনে নতুন বিধিমালা করা হয়। লাইসেন্স ছাড়া হরিণ ও হাতি পালনে জেল-জরিমানার বিধান রেখে 'হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা-২০১৭' চূড়ান্ত করে সরকার।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে পাখির কোনো শুমারি হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ বার্ডস ক্লাব প্রতি বছর জলচর পাখির শুমারি করে। বার্ডস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মুহিত জানান, চলতি বছরে তারা ৬২টি প্রজাতির ৩৪ হাজার ৩১২টি পাখি তারা গণনা করেছেন। তারা ৪৪টি স্থানে পাখি গণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা শুধু জলচর এবং সুনির্দিষ্ট স্থানে কিছু পাখি গণনা করি। সারাদেশে পাখির সংখ্যা আমাদের জানা নেই। এটা নিয়ে নিয়মিতভাবে সরকারি পর্যায়ে জরিপ হওয়া প্রয়োজন।" প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী বলেন ,"অবশ্যই বন্য প্রাণি, পাখি

নিয়ে নিয়মিত জরিপ প্রয়োজন। আমাদের সেই জনবল আর অর্থ নেই। আমাদের কাজ সুন্দরবনকেন্দ্রিক। তা-ও বাঘ এবং বাঘের খাদ্য যেসব প্রাণী, তাদের নিয়ে। দেশে আরো বন আছে। আরো প্রাণী আছে। আমরা যা করছি, তা খুবই সীমিত।" অন্যদিকে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর হিসাব প্রকাশ করে। বিবিএস-এর কৃষি শুমারি সর্বশেষ হয় ২০১৯ সালে। সেই শুমারি মতে, দেশে ২০১৯ সালে মোট গরু দুই কোটি ৯৪ লাখ ৫২ হাজার এবং ছাগল এক কোটি ৯৪ লাখ ৪৪ হাজার। মোরগ-মুরগি ও হাঁসের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯ কোটি ৯৪ লাখ তিন হাজার ও সাত কোটি ৪৪ লাখ ৯৩ হাজার। এর আগে কৃষি শুমারি হয় ২০০৯ সালে। সেই তুলনায় দেশে গরু ছাগল ও হাঁস মুরগির সংখ্যা বেড়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) ২০১৫ সালে বাংলাদেশের প্রাণীর ওপর 'রেড লিস্ট অব বাংলাদেশ' প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়. বাংলাদেশে ৬৪ প্রজাতির উভচর, ১৭৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৭১১ প্রজাতির পাখি, ১৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী- সব মিলিয়ে এক হাজার ৮২ প্রজাতির প্রাণী আছে। বাংলাদেশে ১৩৪ প্রজাতির বিপন্ন প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। আইইউসিএন-এর সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশতিয়াক উদ্দিন মনে করেন, "দেশের জন্য, প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিয়মিত জরিপ প্রয়োজন। এটা নিয়মিত না করলে কোনো লাখ হবে না।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০২.২০২৪ রিহাব)

এনএইচকে

৬০%-এর বেশি জাপানি কোম্পানি তাইওয়ানের উত্তেজনার মধ্যে ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছে : জরিপ

একটি প্রধান পরামর্শক সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে যে, ৬০ শতাংশেরও বেশি জাপানি কোম্পানি তাইওয়ানের আশপাশে বর্ধিত উত্তেজনার অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। কেপিএমজি কনসাল্টিং ৩২০টিরও বেশি তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রধান ঝুঁকির কারণগুলোর নাম দিতে বলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, একাধিক উত্তর ছিল অনুমোদিত। তাইওয়ানের কথা উল্লেখ করে ৬৪.৩ শতাংশ কোম্পানি, অন্যদিকে ৫৮.২ শতাংশ চীনের বাণিজ্য বিধি শক্তিশালীকরণের কথা উল্লেখ করে। ৫৭.৩ শতাংশ চীনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নিয়ম নিয়ে উদ্বেগের কথা জানায়। তবে, উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি জানায় যে, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করার জন্য তাদের জ্ঞান বা কর্মীর অভাব রয়েছে। সরবরাহ শৃঙ্খলের সম্ভাব্য ব্যাহত হওয়া মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জগুলোর কথাও তুলে ধরা হয়েছে জরিপটিতে, কারণ ৩৮.৭ শতাংশ জানায় যে তাদের সরবরাহ নেটওয়ার্ক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুধাবন নেই। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোন প্রার্থীকে সমর্থন দিবে না : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচনে না এসে বিএনপি যে ভুল করেছে তার খেসারত তাদের সামনে দিতে হবে। তারা অচিরেই টের পাবে রাজনীতিতে তারা কতটা সংকুচিত। আজ সোমবার দুপুরে দাগনভূইঞা-বসুরহাট সড়কের প্রশস্তকরণ কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রসঙ্গে দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, এবার উপজেলা নির্বাচনে দল থেকে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে না, নৌকা প্রতীক দেয়া হবে না সবকিছু উন্মুক্ত থাকবে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

বিডিআর বিদ্রোহের সঙ্গে বিএনপি জড়িত ছিল : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনে জনগণের বিপুল রায় নিয়ে বিপুল সংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। তখন বিএনপি ষড়যন্ত্র করে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ঢাকা সফরত ভারতের আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সমসাময়িক বিষয়ে সোমবার বিকেলে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া সেদিন সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তার গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক। এতে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিএনপি যে সরাসরি যুক্ত সেটিই প্রমাণিত। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে আবারো বাকশাল কায়েম হয়েছে : মঈন খান

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন ক্ষমতা নয়, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বিএনপি আন্দোলন করছে। কারাগারে মৃত্যুবরণ করা বিএনপি নেতা ইদ্রিস আলীর পরিবারের সাথে সোমবার দুপুরে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন। মঈন খান বলেন, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ছিল ডামি। এটা বানরের পিঠা ভাগাভাগির নির্বাচন। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে দেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন পাকিস্তান

আমলের ২২ পরিবারের মত দেশে ২২০ টি লুটেরা পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। যারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী আমাকে স্বাস্থ্য খাতে জিরো টলারেন্স নীতি করে দিয়েছেন : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে স্বাস্থ্য খাতে জিরো টলারেন্স নীতি করে দিয়েছেন। যদি কোন ভুল চিকিৎসা, গাফিলতি হয় অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। সোমবার সকালে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবের এসব কথা বলেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সব চিকিৎসক খারাপ নয়, ভালো চিকিৎসকও আছে। চিকিৎসকরা কেন গ্রামে থাকতে চায় না এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গ্রামে চিকিৎসকদের সিকিউরিটি দিতে পারলে তারা অবশ্যই থাকবেন সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় আগামীকাল তিন ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় আগামীকাল মঙ্গলবার তিন ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে ঢাকা ও আশপাশের জেলায় গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে গ্যাস পাইপ লাইনের জরুরী প্রতিস্থাপন বা অপসারণের জন্য মঙ্গলবার বেলা ১১ টা থেকে ২টা পর্যন্ত ঢাকার কয়েকটি এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। কাল ঢাকার যেসব এলাকায় তিন ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে সেগুলো হলো মগবাজার, নয়টোলা, মধুবাগ, তেজগাঁও, হাতিরঝিল, মিরেরবাগ, গাবতলা, গ্রীনওয়ে পেয়ারা বাগ এবং ইস্কাটনের দিলু রোড সংশ্লিষ্ট এলাকা। তিতাস বলছে এলাকার সব শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য কাল গ্যাস সরবরাহ তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। একই সময়ে আশেপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্প চাপ বিরাজ করতে পারে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

গত তিন মাসে ১৪৩ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভুয়া পাসপোর্ট করে দিয়েছে একটি চক্র : ডিবি

গত তিন মাসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১৪৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে ভুয়া পাসপোর্ট করে দিয়েছে একটি চক্র। দেশের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে এসব পাসপোর্ট করে দেওয়া শক্তিশালী চক্রের সদস্য, রোহিঙ্গা নাগরিক এবং দুজন আনসার সদস্য সহ ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা দলের লালবাগ বিভাগ। আজ সোমবার মিন্টো রোডের ডিএমপি সেন্টার আয়োজিত এক সংবাদ এসব তথ্য জানান ডিবি প্রধান হারুন রশিদ।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪। আসাদ)

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমার থেকে আজ আবার গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে

কক্সবাজার-টেকনাফ সীমান্তে নাফ নদীর ওপারে মিয়ানমার থেকে ফের গোলাগুলি শব্দ ভেসে আসছে। সোমবার সকাল থেকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে টানা মর্টারশেল ও গোলাগুলির বিকট শব্দ শোনা গেছে। কয়েকদিন ধরে টেকনাফ উপজেলার সীমান্তে কোন ধরনের গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়নি। তবে আজ সকাল ১০ টা থেকে মর্টার শেলের বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে উঠেছে সীমান্তবর্তী এলাকা। ফলে আবারও সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় হোয়াইকং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ আনোয়ারী গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪। আসাদ)

বাইডেনের চিঠির জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

চলতি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ঐ চিঠির জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চিঠির একটি অনুলিপি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের জ্যেষ্ঠ পরিচালকের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঠানো মূল চিঠিটি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দেবেন। আজ সোমবার বিকেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল, এতে যুক্ত ছিল বিএনপি-খালেদা জিয়া।' সোমবার বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে

তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সাম্প্রতিক মন্তব্য 'ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে আওয়ামী লীগই বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল' এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, 'রিজভীর এ বক্তব্য গণমাধ্যমে দেখেছি। এ বক্তব্য আমার কাছে পাগলের প্রলাপ মনে হয়েছে।' তিনি বলেন, '২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে আমরা আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩৩ আসন পেয়ে সরকার গঠন করি। বিএনপি পেয়েছিল মাত্র ৩০টি আসন। এ রকম বিপুল রায় পেয়ে সরকার গঠন করার পর এমন জঘন্য ঘটনা কেন ঘটাবে সরকার ? আর সেদিন আওয়ামী পরিবারের সদস্যরাই বেশি নিহত হয়েছিলেন। এমনকি তৎকালীন আইজিপির মেয়ের জামাতাও নিহত হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, 'বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া দুপুরের আগে ঘুম থেকে জাগেন না, কিন্তু সেদিন খালেদা জিয়া কোন কারণে সকালেই ঘুম থেকে উঠে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হলেন ?' তিনি বলেন, 'তার গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। তিনি সেদিন লন্ডনে কতবার কথা বলেছিলেন সেই রেকর্ড আছে। এতে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিএনপি যে সরাসরি যুক্ত সেটিই প্রমাণিত। অতএব রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্য পাগলের প্রলাপ।' বিএনপি নেতা মঈন খান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন, এ নিয়ে মন্তব্য চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তাদের দুর্নীতি, লুটপাটের কারণে পরপর চারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দুর্নীতিতে সাক্ষ্য দিতে এফবিআই বাংলাদেশে এসেছিল। বিএনপি নেতা মঈন খান হয়তো এসব কথা ভুলে গেছেন। কারো বাবা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু মঈন খানের বাবা সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন-প্রয়োজনে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হবে।' হাছান মাহমুদ বলেন, '৭ জানুয়ারি বিএনপি আশা করেছিল নির্বাচন হবে না। মানুষ যাতে ভোট দিতে না যায় সেই প্রার্থনা করেছিল তারা। কিন্তু ৪২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। যখন একটি সুন্দর নির্বাচন হলো, প্রধানমন্ত্রীকে সারাবিশ্ব অভিনন্দন জানিয়েছে, জো বাইডেন চিঠি দিয়ে প্রশংসা করেছেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রশংসা করেছে, তখন বিএনপি খেয় হারিয়ে ফেলেছে।' বিএনপি অভিযোগ করছে তাদের কর্মীরা গ্রেফতার হচ্ছে এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার মানুষ ধরা পড়ে চুরি ডাকাতি বা বিভিন্ন অপরাধে। বিএনপি তাদের কর্মী বলছে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।' এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে তার সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন ঢাকা সফররত আগরতলা প্রেস ক্লাবের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি রমাকান্ত দে এবং সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, কামাল চৌধুরী, রঞ্জন রায়, অভিষেক দে, সুরজিৎ পাল, মনিষ লোদ, অভিষেক দেববর্মা, প্রণব সরকার, সুপ্রভাত দেবনাথ, দেবাশিস মজুমদার এবং সুমন দেবরায় ও বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার সভাপতি রেজওয়ানুল হক-সহ মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হন। এসময় মন্ত্রীকে উত্তরীয় ও সম্মাননা স্মারক অর্পণ করে প্রতিনিধি দল। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

চিকিৎসকদের সুরক্ষা দেব আবার রোগীদেরও সুরক্ষা দেব : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন বলেছেন, 'আমার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। চিকিৎসা ব্যবস্থাটা যাতে সারা দেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে পারি। প্রতিটি হেলথ কমপ্লেক্স বা জেলার হাসপাতালগুলোকে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারলে গ্রামগঞ্জের কোনো রোগীকে চিকিৎসা নিতে ঢাকা বা চিটাগাংসহ বড় বড় শহরে ভিড় করতে হবে না।' সোমবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি সকালে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জিরো টলারেন্স করে দিয়েছেন। কোনো ভুল চিকিৎসা, গাফিলতি যদি হয় তার বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশন নিতে বলেছেন। সব চিকিৎসক বাংলাদেশে কিন্তু খারাপ না, ভালো চিকিৎসকও আছেন। সুতরাং আমি যেমন চিকিৎসকদেরকে সুরক্ষা দেব আবার রোগীদেরও সুরক্ষা দেব।' গ্রামে চিকিৎসক না থাকার বিষয় নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'গ্রামে কেন থাকতে চায় না, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গ্রামে নিরাপত্তা কতটুকু আছে সেটাও দেখতে হবে। গ্রামে চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে আমি কাজ করব।' এ সময় টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের পরিচালক ডা. মো. আব্দুল কুদ্দুছ, কুমুদিনি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক রাজিব প্রসাদ সাহা-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনেকটা উপেক্ষিত : প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেছেন, 'ভাষা আন্দোলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের বিষয়টি অনেকটা উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে।' সোমবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কিন্তু মহান ভাষা আন্দোলনের তার অবদানের ভূমিকা নিয়ে কম গবেষণা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, বঙ্গবন্ধুর পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলন সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। অথচ তরুণ শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু

হয়ে ওঠার যে যাত্রা তার শুরু হয়েছিল এই ভাষা আন্দোলন দিয়েই।' প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, 'আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম মমত্ববোধ এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষাসহ সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বঙ্গবন্ধুর আপসহীন মনোভাবের পরিচয় আমি আবিষ্কার করেছি তিনটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমত, ১৯৪৭ থেকে ৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় ভূমিকা ও গতিশীল নেতৃত্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি, পাকিস্তানের সংবিধানের রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদে। সদস্য হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার জন্য তার আপসহীন অবস্থানের মাধ্যমে আর তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে তার পরিশ্রমের কারণে। ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদানসমূহ যদি আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা না হয় তাহলে কিছু বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন থেকে ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদানসমূহ যদি আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা না হয় তাহলে এই ভাষার মাসে আমরা শহিদদের স্মরণ করে যে আয়োজন করছি তা কিছুটা হলেও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নুরুল হুদার সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য মো. জিল্লুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামাল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

বছরের শুরুতেই চোখ রাঙাচ্ছে এডিস মশা

চলতি বছরের শুরুতেই চোখ রাঙাচ্ছে এডিস মশা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কিউলেক্স মশার উপদ্রব। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ জনজীবন। কিন্তু মশা নিধনে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। ২০২৩ সালে ঢাকা শহরে এডিস ও কিউলেক্স মশা উপদ্রব অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। গত বছর ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি হিসাবে লাখ ছাড়িয়েছে। আর এ রোগে মারা গেছেন দেড় হাজারের বেশি। এবার বর্ষা মৌসুমে এডিস পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা। কীটতত্ত্ববিদদের দাবি, প্রকৃতপক্ষে গত বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সরকারের হিসাবের দ্বিগুণের বেশি হবে। এবার এডিস মশায় আক্রান্তের হার আরো বাড়তে পারে। গত বছর যেসব স্থানে এডিস মশা ডিম ছেড়েছে সেসব স্থানে বৃষ্টির পানি জমা মাত্রই এডিস মশা জন্মাবে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিটি করপোরেশনকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। পাশাপাশি কোনো ভবনের ছাদ বা আঙিনায় যাতে বৃষ্টির পানি জমা না থাকে তা নাগরিকদের আগেই নিশ্চিত হতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য মতে, চলতি বছরের গত ১লা জানুয়ারি থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকার ১৮টি সরকারি হাসপাতালে ৩৪২ জন ডেঙ্গুরোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া ৫৯টি বেসরকারি হাসপাতালে ১১২ জন ডেঙ্গুরোগী ভর্তি হয়েছেন। তাদের প্রায় সবাই ঢাকার বাসিন্দা। এর আগে গত বছরের ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকার দুই সিটিতে বর্ষা পরবর্তী এডিস মশার লার্ভা বা শূককীট জরিপ করে স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা। এ জরিপে উত্তর সিটির ৪০টি ও দক্ষিণের ৫৯টি ওয়ার্ডে মোট তিন হাজার ২৮৩টি বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে ডিএসসিসিতে ১২ দশমিক ৩ শতাংশ ও ডিএনসিসিতে ১১ দশমিক ৩ শতাংশ বাড়ি ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকি পেয়েছে রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা। ২০২২ সালের বর্ষা-পরবর্তী জরিপে উত্তরে শতকরা ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও দক্ষিণ সিটি এলাকায় ৪ দশমিক ১৮ শতাংশ বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা বা শূককীটের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। সেই হিসাবে ২০২২ সালের বর্ষা পরবর্তী সময়ের চেয়ে ২০২৩ সালে তা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। রাজধানীর ১৯৬ দশমিক ২২ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ডিএনসিসির ৫৪টি ওয়ার্ড। ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে নগরীতে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি কিনতে ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় করা হয়েছিল ৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এ টাকা দিয়ে ডিএনসিসির ৫৪টি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারি নগর ভবনে 'ডেঙ্গু মোকাবিলায় আমাদের বছরব্যাপী প্রস্তুতি এবং করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ডিএনসিসি। এ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. বেনজীর আহমেদ, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডিএনসিসিকে বছরব্যাপী মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনায় নানান পরামর্শ দেন তারা। সে অনুযায়ী ডিএনসিসি কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে বলে জানিয়েছে ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ।জানতে চাইলে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, 'ডেঙ্গু মোকাবিলা আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। মশার উপদ্রব এ শহরের একটি সমস্যা। এ সমস্যা থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করছি। এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আমাদের চেষ্টার কমতি থাকবে না। তবে এডিস মশা যেহেতু নাগরিকদের বাসাবাড়ির আঙিনায় হয় তাই তাদের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি জরুরি।' গত বছরের ২৩ জুলাই মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে ডিএনসিসি। সমঝোতার আওতায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কীটনাশকের কার্যকারিতা এবং মশার ঘনত্ব ও প্রজাতি পরীক্ষা করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টির ল্যাবে। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই মশা নিধনে কীটনাশক প্রয়োগ ও যে কোনো ডিভাইসের ব্যবহার করে মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ গবেষণা কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার। সম্প্রতি তিনি জাগো নিউজকে বলেন, 'এডিস ও কিউলেক্স মশার চরিত্র বদলে গেছে। ফলে ডেঙ্গু এখন বাংলাদেশে স্থায়ী। অর্থাৎ সারা বছরই এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু হবে। এটি আর শূন্যতে নামানো যাবে না। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ জন্য ডিএনসিসিকে বছরব্যাপী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।' ডিএনসিসির মতো ডিএসসিসিও বছরজুড়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নানা কর্মসূচি পালন করেছে। ডিএসসিসির ৭৫টি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলছে। এখন এডিস মশা নিয়েও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে ডিএনসিসির তুলনায় তাদের কর্মসূচি বা কার্যক্রম কম দেখা গেছে।জানতে চাইলে ডিএসসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফজলে শামসুল কবির জাগো নিউজকে বলেন, 'গত ডিসেম্বরই বর্ষা পরবর্তী এডিস মশার লার্ভা বা শূককীট নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার জরিপের রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। সে অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ সিটির চিহ্নিত এলাকাগুলোতে অভিযান চালিয়েছি। এখন সেখানে এডিসের লার্ভা পাওয়া যাবে না।' তিনি বলেন, 'চলতি বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ সিটিতে ডেঙ্গুরোগী নেই বললেই চলে। আমরা পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া এবার এখন পর্যন্ত কিউলেক্স মশা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় এখন খুবই কম।অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার বলেন, 'এখন ঢাকায় ৯৯ শতাংশ কিউলেক্স মশা আছে আর ১ শতাংশ এডিস মশা আছে। এই ১ শতাংশ এডিস মশাই জনস্বাস্থ্যে সমস্যা তৈরি করে। তাই কিউলেক্স মশা ও ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলতে হবে। আর এ কার্যক্রমের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া এডিস মশা নিধন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে : মির্জা ফখরুল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ আরো বেশি বেপরোয়া ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি দলটির দফতর সম্পাদক মো. তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আখতারুজ্জামান মিয়া এবং চিরিরবন্দর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরে আলম সিদ্দিকী নয়নের জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, '৭ই জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ এখন আরো বেশি বেপরোয়া ও কতৃর্ত্ববাদী হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসহ গণতন্ত্রমনা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নানা কায়দায় দমন-পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'মো. আখতারুজ্জামান মিয়া এবং নুরে আলম সিদ্দিকী নয়নের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত জুলুমেরই ধারাবাহিকতা। বর্তমানে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন নেই বলেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণরত নেতা-কর্মীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে এক সর্বগ্রাসী অরাজকতা বিদ্যমান রয়েছে। দুঃশাসন প্রলম্বিত করার জন্যই রাষ্ট্র-সমাজে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।' বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'সারাদেশে প্রতিনিয়ত সরকারের মদদে বিরোধী নেতা-কর্মীদের জামিন না'মঞ্জুরের মাধ্যমে কারান্তরীন করার ঘটনায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং অবিলম্বে সাবেক সংসদ সদস্য মো. আখতারুজ্জামান মিয়া ও চিরিরবন্দর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরে আলম সিদ্দিকী নয়নের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারসহ তাদের মুক্তির জোর আহ্বান জানাচ্ছি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

মেলায় পাইরেটেড বই, শোকজের চিঠি দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি মেলা কর্তৃপক্ষ

শেষ হতে চলেছে অমর একুশে বইমেলা। এবার শুরু থেকেই মেলা ছিল জমজমাট। তবে ছিল না নিয়ম-নীতির বালাই। এসব যেন দেখারও কেউ ছিল না। নোট, গাইড থেকে শুরু করে ইংরেজি শব্দের অভিধান, ইংরেজি ব্যাকরণ, আইইএলটিএস পরীক্ষার জন্য ক্যামব্রিজের পাইরেটেড বইয়ের ছড়াছড়ি মেলায়। নীতিমালার শর্তপূরণ না করেও মেলায় রয়েছে অনেক স্টল। একই আইএসবিএন ব্যবহার করা হয়েছে একাধিক বইয়ে। এসব নিয়ম-নীতি ভঙ্গের জন্য প্রকাশনীগুলোকে শোকজের চিঠি দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি মেলা কর্তৃপক্ষ। বইমেলা বিষয়ক নীতিমালার ৭ দশমিক ৩ ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'প্রকাশকগণ নোটবই, নোট, গাইড এবং পাইরেটকৃত বই সংরক্ষণ, প্রদর্শন বা বিক্রি করতে পারবেন না।' নীতিমালায় আরো আছে, অন্য প্রকাশনীর বই পরিবেশক হিসেবে কেবল একটি স্টলেই বিক্রি করা যাবে। এ ধরনের কোনো বই কোনো স্টলে পাওয়া গেলে ঐ স্টল তাৎক্ষণিক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং ঐ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত বৎসর এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে। প্রকাশকরা এসব নীতি ও নিয়ম মেনে চলবেন অঙ্গীকার করেই স্টল বরাদ্দ পেয়েছেন। তবে সরেজমিনে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখা গেছে উল্টো চিত্র। নীতিমালায় গাইড জাতীয় বই বিক্রি বা প্রদর্শনের সুযোগ না থাকলেও অসংখ্য গাইড, গণিত, ইংরেজি ও কম্পিউটার শেখার বই বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন স্টলে। বিক্রি হচ্ছে পাইরেটেড বই। নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে আইএসবিএন নম্বর নেই এমন বইও বিক্রি হচ্ছে মেলায়।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ নারগীস)

পুলিশ সপ্তাহ শুরু মঙ্গলবার, উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

বর্ণাঢ্য আয়োজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আনন্দমুখর পরিবেশে প্রতিবারের ন্যায় এবারো পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ শুরু হচ্ছে আগামীকাল মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি। ছয় দিনব্যাপী এ পুলিশ সপ্তাহ চলবে ৩ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। এবারের পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ এর মূল প্রতিপাদ্য-'স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ, শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ সপ্তাহের প্রথম দিন সকাল সাড়ে ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে সুশৃঙ্খল ও নয়নাভিরাম বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের মধ্যদিয়ে পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন। তিনি সারাদেশের বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহীদলের মনোমুগ্ধকর প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিগত ২০২৩ সালে অসীম সাহসিকতা, বীরত্বপূর্ণ কাজ, মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা প্রদর্শন, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের জন্য ৪০০ জন বিপিএম ও পিপিএম পদক পাচ্ছেন। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতা, বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩৫ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম, ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক, পিপিএম এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা প্রদর্শন, কর্তব্য নিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ৯৫ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম-সেবা এবং ২১০ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক, পিপিএম-সেবা পদক প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদেরকে পদক প্রদান করবেন। প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ শেষে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি এর স্টল পরিদর্শন এবং পুলিশ সদস্যদের সাথে কল্যাণ প্যারেডে অংশগ্রহণ করবেন। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ পৃথক বাণী দিবেন। বর্তমান সরকার পুলিশ বাহিনীকে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ ও জনবান্ধব বাহিনীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পুলিশ সদস্যদের কার্যক্রমে এসেছে গতিশীলতা এবং কর্মচাঞ্চল্য। পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির সংযোজন, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষায়িত নতুন নতুন ইউনিট গঠনসহ বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলগুলোতে এ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে। পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মেলন, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীবর্গের সম্মেলন, আইজি' ব্যাজ, শিল্ড প্যারেড, অস্ত্র/মাদক উদ্ধার প্রভৃতি পুরস্কার বিতরণ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কর্মরত পুলিশ অফিসারদের পুনর্মিলনী, পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সমাবেশ, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আইজিপির সম্মেলন এবং বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ইত্যাদি। আগামী ৩ মার্চ উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির সম্মেলনের মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটবে পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের। পুলিশ সপ্তাহে বিগত এক বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে পরবর্তী বছরের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০২.২০২৪ নারগীস)

BBC

AIR FORCE MAN SETS HIMSELF ON FIRE AT US ISRAELI EMBASSY

A member of the US Air Force is in a critical condition after setting himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington. Officers from the US Secret Service extinguished the flames began the man was taken to hospital on Sunday afternoon with serious injuries. The US Air Force confirmed an active-duty servicemen was involved but he has not been identified. The police, the Secret Service and other authorities are investigating.
(BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

JAPAN MOON LANDER SURVIVES LUNAR NIGHT

Japan's Moon lander has survived the harsh lunar night, the sunless and freezing equivalent to two Earth weeks. "Last night, a command was sent to #SLIM and a response received," national space agency Jaxa said on X. The craft was put into sleep mode after an awkward landing in January left its solar panels facing the wrong way and unable to generate power. A change in sunlight direction later allowed it to send pictures back but it shut down again as lunar night fell. (BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

MAURITIUS BLOCKS NORWEGIAN CRUISE SHIP OVER CHOLERA FEARS

Mauritius has denied a Norwegian cruise ship permission to dock at the capital Port Louis over fears of a potential cholera outbreak on board. At least 15 people on the Norwegian Dawn have been in isolation over suspected illness. Mauritian authorities said the decision to block the ship was "taken in order to avoid any health risks". Samples were taken for testing

yesterday, with results expected to be known tomorrow. The passengers developed mild symptoms of a stomach illness during a top to South Africa, a representative of Norwegian Cruise Line Holdings said. (BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

RUNAWAY INDIAN TRAIN SPEEDS PAST STATION WITHOUT DRIVER

The Indian Railways has ordered an investigation after a freight train travelled more than 70km without drivers. Videos shared on social media showed the train zooming past several stations at high speed. Reports say the train ran without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir to Hoshiarpur district in Punjab on Sunday. The railways says the train was brought to a halt and no-one was hurt. Officials told the Press Trust of India (PTI) news agency that the incident took place between 07:25 and 09:00 local time on Sunday.
(BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

PAKISTAN WOMAN IN ARABIC SCRIPT DRESS SAVED FROM MOB

An angry mob in Pakistan accused a woman who wore a dress adorned with Arabic calligraphy of blasphemy, after mistaking them for Quran verses. She was saved by police who escorted her to safety after hundreds gathered. She later gave a public apology. The dress has the word "Halwa" printed in Arabic letters on it, meaning beautiful in Arabic. Blasphemy is punishable by death in Pakistan. Some people have been lynched even before their cases go on trial. (BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

ZELENSKY SAYS 31,000 TROOPS KILLED IN WAR IN UKRAINE

Volodymyr Zelensky says 31,000 Ukrainian soldiers have been killed during Russia's full-scale invasion. The Ukrainian president said he would not give the number of wounded as that would help Russian military planning. Typically, Ukrainian officials do not make casualty figures public, and other estimates are much higher. It comes after the defence minister said half of all Western aid for Ukraine has been delayed, costing lives and territory. Mr Zelensky said on Sunday that he was providing an updated death toll in response to the inflated figures that Russia has quoted. (BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

CHINESE ALLEGEDLY BARRED FROM GERMAN MILITARY PLANE

Visitors from China have claimed they were banned from a German military plane at a recent airshow, prompting an apology from manufacturer Airbus. The incident allegedly took place at the Singapore Airshow, one of the region's largest exhibitions of commercial and military aviation. The claims have gone viral on Chinese social media, sparking controversy. German officials have yet to comment. Airbus said it was sorry for "any inconvenience caused".
(BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

THIRD OF UK FIRMS AFFECTED BY RED SEA CRISIS

British firms say they are facing higher shipping costs and delays of up to four weeks due to Houthi attacks in the Red Sea, a business group said. More than a third of the firms surveyed by the British Chambers of Commerce (BCC) said they had been affected. That figure rose to more than half among exporters responding to the survey. The added costs could contribute to higher prices in the UK economy generally, the BCC warned.
(BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

AT LEAST 15 DEAD IN BURKINA FASO CHURCH ATTACK

At least 15 people have been killed and two others injured following an attack on a Catholic church in north-eastern Burkina Faso on Sunday. It took place during Sunday worship in Essakane village in Oudalan province - close to the border with Mali. Few details have been given. A church official indicated the gunmen were suspected Islamist militants. There was no immediate response from the authorities in the West African country's capital, Ouagadougou. A statement by the head of the local diocese, Abbot Jean-Pierre Sawadogo, said 12 people were killed instantly, while three others died at the hospital.
(BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

BANGLADESH BANS ADOPTING ELEPHANTS FROM THE WILD

Bangladesh's critically endangered wild elephants have received a court order banning their adoption and protecting them from exploitation. Animal rights groups welcomed the High Court suspension of all licences, so young Asian elephants can no longer be captured and taken into captivity. Some of the animals have been used for begging, circuses or street shows. There are now only about 200 of the elephants in Bangladesh, with about half of those living in captivity. The country used to be one of the major homes for the Asian

elephant but poaching and habitat loss has caused a marked decrease in their numbers. (BBC Web Page: 26/02/24, FARUK)

:: The End ::